

সূরা ৪২ : শূরা, মাক্কী

৪২ - سورة الشورى، مَكِّيَّة

(আয়াত ৫৩, রুকু ৫)

(آيَاتُهَا : ৫৩، رُكُوعَاتُهَا : ৫)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। হা, মীম।	১. حم
২। আইন, সীন, কাফ।	২. عسق
৩। পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ এভাবেই তোমার পূর্ববর্তীদের মতই তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেন।	৩. كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
৪। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। তিনি সমুন্নত, মহান।	৪. لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
৫। আকাশমন্ডলী উর্ধ্বদেশ হতে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় এবং মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং মর্তবাসীদের জন্য	৫. تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ ۚ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ

<p>ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রেখ, আল্লাহতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।</p>	<p>فِي الْأَرْضِ ۖ إِلَّا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ</p>
<p>৬। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখেন। তুমি তাদের কর্মবিধায়ক নও।</p>	<p>ۖ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِیْظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ</p>

কুরআন নাযিল হওয়া এবং আল্লাহর অসীম ক্ষমতা

হুরুফে মুকাত্তাআ'ত বা বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলির আলোচনা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন :

هَٰذَا نَبِیُّ! كَذَٰلِكَ يُوحِی إِلَیْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْحَكِيمُ
তোমার উপর যেমন এই কুরআনের অহী অবতীর্ণ হচ্ছে, অনুরূপভাবে তোমার পূর্ববর্তী নাবী-রাসূলদের প্রতিও কিতাব ও সহীফাসমূহ অবতীর্ণ হয়েছিল। এগুলি সবই অবতীর্ণ হয়েছিল আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে যিনি স্বীয় প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হারিস ইব্ন হিশাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার নিকট অহী কিভাবে আসে? তিনি উত্তরে বলেন : কখনও ঘন্টার অবিরত শব্দের ন্যায়, যা আমার কাছে খুব কঠিন ও ভারী বোধ হয়। যখন ওটা অবতীর্ণ হওয়া শেষ হয় তখন আমাকে যা কিছু বলা হয় সবই আমার মুখস্থ হয়ে যায়। আর কখনও মালাক/ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে আমার নিকট আগমন করেন। আমার সাথে তিনি কথা বলেন এবং যা কিছু তিনি বলেন সবই আমি মনে করে নিই। আয়িশা (রাঃ) বলেন, কঠিন শীতের সময় যখন তাঁর প্রতি অহী অবতীর্ণ হত তখন তিনি অত্যন্ত ঘেমে যেতেন, এমনকি তাঁর কপালে ঘামের ফোঁটা দেখা যেত। (মুআত্তা ১/২০২, ফাতহুল বারী ১/২৫, মুসলিম ৪/১৮১৬) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ যমীন ও আসমানের সমুদয় সৃষ্টজীব তাঁরই দাস এবং তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। তাঁর সামনে সবাই বিনীত ও বাধ্য। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে :

الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ

তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। (সূরা রাদ, ১৩ : ৯)

هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

এবং আল্লাহতৌ সমুচ্চ, মহান। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৬২) এ ধরনের আরও অনেক আয়াত রয়েছে।

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ তিনি সমুন্নত, মহান। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব ও মাহাত্ম্যের অবস্থা এই যে, আকাশমণ্ডলী উর্ধ্বদেশ হতে তাঁর প্রতি বিনয়ে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। ইবন আব্বাস (রাঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং কা'ব আল আহবার (রহঃ) বলেন যে, এর কারণ হল তাঁর (আল্লাহর) ক্ষমতার ব্যাপারে তারা ভীত। (তাবারী ২১/৫০১)

وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ এবং মালাইকা/ফেরেশতারা তাঁদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেন এবং পৃথিবীবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চতুঃপার্শ্ব ঘিরে আছে তারা তাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে : হে আমাদের রাব্ব! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী, অতএব যারা তাওবাহ করে ও আপনার পথ অবলম্বন করে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করুন। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৭)

مُجِيبٌ إِلَيْنَا ۖ أَفَلَا يَتَذَكَّرُ ۚ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

দয়ালু - এ বিষয়টি বান্দারা যাতে ভুলে না যায় সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ

যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখেন। তিনি স্বয়ং তাদেরকে পুরাপুরি শাস্তি প্রদান করবেন।

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

তোমার (নাবীর সাঃ) কাজ শুধু তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া। তুমি তাদের কর্মবিধায়ক নও, বরং সবকিছুর কর্মবিধায়ক হলেন আল্লাহ।

৭। এভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি আরাবী ভাষায় যাতে তুমি সতর্ক করতে পার মাঝা এবং ওর চতুর্দিকের জনগণকে এবং সতর্ক করতে পার কিয়ামাতের দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

ۗ. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

৮। আল্লাহ ইচ্ছা করলে মানুষকে একই উম্মাত করতে পারতেন। বস্তুতঃ তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী করেন। যালিমদের কোন অভিভাবক নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই।

ۘ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

সতর্ককারী হিসাবে কুরআন নাখিল হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

هُوَ نَابِيٌّ! تَوَمَّارِ! قُرْآنَا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا তোমার পূর্ববর্তী নাবীগণের উপর যেমন আল্লাহর অহী অবতীর্ণ হত, অনুরূপভাবে তোমার উপরও এই কুরআন অহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এর ভাষা আরাবী এবং এর বর্ণনা খুবই স্পষ্ট ও খোলাখুলি, যাতে তুমি মাক্কাবাসী এবং ওর চতুর্দিকের জনগণকে সতর্ক করতে পার। অর্থাৎ আল্লাহর আযাব হতে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করতে পার। **حَوْلَهَا** দ্বারা প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের সমস্ত শহরকে ও জনপদকে বুঝানো হয়েছে। মাক্কাকে 'উম্মুল কুরা' বলার কারণ এই যে, এটা সমস্ত শহর হতে ভাল ও উত্তম। এর বহু দলীল প্রমাণ রয়েছে যেগুলি নিজ নিজ জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে একটি দলীল বর্ণনা করা হচ্ছে যা সর্গক্ষিপ্ত এবং স্পষ্টও বটে।

আবদুল্লাহ ইব্ন আদী হামরা ইবনুল যুহরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কার এক বাজারে দাঁড়িয়েছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি তাঁকে বলতে শোনেন : হে মাক্কাভূমি! আল্লাহর শপথ! তুমি আল্লাহর সবচেয়ে উত্তম ভূমি এবং আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ভূমি। আল্লাহর শপথ! যদি তোমার উপর হতে আমাকে বের করে দেয়া না হত তাহলে আমি কখনও তোমাকে ছেড়ে যেতামনা। (আহমাদ ৪/৩০৫, তিরমিযী ১০/৪২৬, নাসাঈ ২/৪৭৯, ইব্ন মাজাহ ১/১০৩৭) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন :

وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ আর এই কুরআন আমি তোমার প্রতি এ জন্য অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি মানুষকে সতর্ক করতে পার কিয়ামাত দিবস সম্পর্কে যাতে কোন সন্দেহ নেই, যেদিন কিছু লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং কিছু লোক জাহান্নামে যাবে। এটা এমন দিন হবে যে, জান্নাতীরা লাভবান হবে এবং জাহান্নামীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّعَابُنِ

স্মরণ কর, যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন সমাবেশ দিনে, সেদিন হবে লাভ লোকসানের দিন। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ৯) অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন :

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ
النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ. وَمَا تُؤْخِرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ. يَوْمَ يَأْتِ لَا
تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ

এসব ঘটনায় সেই ব্যক্তিদের জন্য বড় উপদেশ রয়েছে যারা পরকালের শাস্তি
কে ভয় করে; ওটা এমন একটি দিন হবে যেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা
হবে এবং ওটা হল সকলের উপস্থিতির দিন। আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের
জন্য স্থগিত রেখেছি। যখন সেই দিন আসবে তখন কোন ব্যক্তি আমার অনুমতি
ছাড়া কথাও বলতে পারবেনা। অতঃপর তাদের মধ্যে কতক দুর্ভাগা হবে এবং
কতক হবে ভাগ্যবান। (সূরা হুদ, ১১ : ১০৩-১০৫)

আবদুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করেন। ঐ সময় তাঁর
হাতে দু’টি কিতাব ছিল। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেন : এ কিতাব দু’টি কি
তা তোমরা জান কি? আমরা উত্তরে বললাম : আমাদের এটা জানা নেই। হে
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদেরকে এর খবর দিন।
তখন তিনি তাঁর ডান হাতের কিতাবটির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন : এটা রাব্বুল
আলামীন আল্লাহ তা‘আলার কিতাব। এতে জান্নাতীদের এবং তাদের পিতাদের ও
গোত্রসমূহের নাম রয়েছে। তাদের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া রয়েছে এবং সর্বশেষ
লোকটিরও বর্ণনা রয়েছে। এর মধ্যে আর কম-বেশি করা হবেনা। অতঃপর তিনি
তাঁর বাম হাতের কিতাবটির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন : এটা হল জাহান্নামীদের
নাম সম্বলিত বই। এতেও তাদের নাম, তাদের পিতাদের নাম এবং তাদের
গোত্রসমূহের নাম রয়েছে। তাদের বিবরণসহ সর্বশেষ লোকটিরও বর্ণনা রয়েছে।
সুতরাং এর মধ্যে আর কম-বেশি করা হবেনা। তখন তাঁর সাহাবীগণ বললেন :
হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে পরিশ্রম করে
আমাদের আমল করার প্রয়োজন কি যখন কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং কালি
শুকিয়ে গেছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন :
ঠিকভাবে থাক। তোমরা তোমাদের আমলের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর
অথবা এর কাছাকাছি পর্যায়ে আমল করতে থাক। কারণ যার তাকদীরে জান্নাত
রয়েছে সে জান্নাতের আমল করতে থাকবে এবং পিছনে কি করছে তার সে
পরওয়া করবেনা। আর যার তাকদীরে জাহান্নাম রয়েছে সে জাহান্নামের আমল

করে মারা যাবে এবং পিছনে সে কি করেছে তা বিবেচনা করা হবেনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করলেন এবং বললেন : মহামহিমাম্বিত আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের ফাইসালা শেষ করে ফেলেছেন। একদল যাবে জান্নাতে এবং একদল যাবে জাহান্নামে। এর সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ডান ও বাম হাত দ্বারা ইশারা করেন যেন তিনি কোন কিছু নিষ্ক্ষেপ করছেন। (আহমাদ ২/১৬৭, তিরমিযী ৬/৩৫০, নাসাই ৬/৪৫২) এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজনের বর্ণনার সঠিকতার ব্যাপারে ভিন্ন মত রয়েছে। তবে বেশির ভাগ একে সহীহ বলেছেন।

আবু নাযরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আবু আবদুল্লাহ (রাঃ) নামক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবী রুগ্ন ছিলেন। সাহাবীগণ (রাঃ) তাকে দেখতে যান। তারা দেখেন যে, তিনি ফুপিয়ে কাঁদছেন। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাঁদছেন কেন? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামতো আপনাকে শুনিয়েছেন : গৌফ ছোট করে রাখবে যে পর্যন্ত না তুমি আমার সাথে মিলিত হবে। ঐ সাহাবী (রাঃ) উত্তরে বললেন : এটা ঠিকই বটে। কিন্তু আমাকেতো ঐ হাদীসটি কাঁদাচ্ছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় ডান মুষ্টির মধ্যে কিছু মাখলুক রাখেন এবং অনুরূপভাবে অপর মুষ্টির মধ্যেও কিছু মাখলুক রাখেন, অতঃপর বলেন : ‘এ লোকগুলো জান্নাতের জন্য এবং এ লোকগুলো জাহান্নামের জন্য, আর এতে আমি কোন পরোয়া করিনা।’ কিন্তু আমার জানা নেই যে, আমি তাঁর কোন মুষ্টির মধ্যে আছি। (আহমাদ ৪/১৭৬) তাকদীর প্রমাণ করার আরও বহু হাদীস আলী (রাঃ) ইব্ন মাসউদ (রাঃ), আয়িশা (রাঃ) প্রমুখ অনেক সাহাবী থেকে সহীহ, সুনান এবং মুসনাদ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন :

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي

আল্লাহ ইচ্ছা করলে
مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي
মানুষকে একই উম্মাত করতে পারতেন, অর্থাৎ হয় সকলকেই হিদায়াত দান করতেন, না হয় সকলকেই পথভ্রষ্ট করতেন। কিন্তু আল্লাহ এদের মধ্যে পার্থক্য রেখে দিয়েছেন। কেহকেও তিনি হিদায়াতের উপর রেখেছেন এবং কেহকেও সুপথ হতে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর হিকমাত বা নিপুণতা তিনিই জানেন। তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী করেন। আর যালিমদের কোন অভিভাবক নেই, নেই কোন সাহায্যকারী।

<p>৯। তারা কি আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করেছে? কিন্তু আল্লাহ! অভিভাবকতো তিনিই এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।</p>	<p>৯. أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ</p>
<p>১০। তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন, ওর মীমাংসাতো আল্লাহরই নিকট। বল : তিনিই আল্লাহ! আমার রাব্ব। আমি নির্ভর করি তাঁর উপর এবং আমি তাঁরই অভিমুখী!</p>	<p>১০. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ</p>
<p>১১। তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং আন'আমের জোড়া; এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।</p>	<p>১১. فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذَرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ</p>
<p>১২। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই নিকট। তিনি যার প্রতি ইচ্ছা তার রিয়ক বর্ধিত করেন অথবা সংকুচিত করেন। তিনি সর্ব</p>	<p>১২. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن</p>

বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

আল্লাহই সকলের স্রষ্টা, আশ্রয়দাতা এবং ন্যায় বিচারক

আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের শিরকপূর্ণ কাজের নিন্দা করছেন যে, তারা শরীকবিহীন আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করছে এবং অন্যদের উপাসনায় লিপ্ত রয়েছে। তিনি বলছেন যে, সত্য ও সঠিক অভিভাবক এবং প্রকৃত কর্মসম্পাদনকারীতো আল্লাহ। মৃতকে জীবিত করা, এ বিশেষণতো একমাত্র তাঁরই। প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান একমাত্র তিনিই। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করনা কেন, ওর মীমাংসাতো আল্লাহরই নিকট। অর্থাৎ দীন ও দুনিয়ার সমুদয় মতভেদের ফাইসালার জিনিস হল আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন মতবিরোধ হয় তাহলে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও। (সূরা নিসা, ৪ : ৫৯) মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ হে নাবী! তুমি বলে দাও : ইনিই আল্লাহ, আমার রাব্ব, আমি নির্ভর করি তাঁরই উপর এবং আমি তাঁরই অভিমুখী। সব সময় আমি তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি।

فَاطَرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আসমান, যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা তিনি। মহান আল্লাহ বলেন :

جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا তোমরা আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহের প্রতি লক্ষ্য কর যে, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং আন‘আমের (গরু, ছাগল, ভেড়া, উট ইত্যাদির) মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন আন‘আমের জোড়া এবং এগুলো আটটি। এভাবে তিনি বংশ বিস্তার করেন। যুগ ও শতাব্দী অতীত হয়ে যাচ্ছে এবং মহান আল্লাহর সৃষ্টিকাজ এভাবেই চলতে

রয়েছে। এদিকে মানব সৃষ্টি এবং ওদিকে জীবজন্তু সৃষ্টি।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ সত্য কথা এই যে, তাঁর মত সৃষ্টিকর্তা আর কেহ নেই।
তিনি এক। তিনি বেপরোয়া, অভাবমুক্ত এবং অতুলনীয়।

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই নিকট। এ বিষয়ে সূরা যুমারে (৩৯ : ৬৩) এর তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, সারা জগতের ব্যবস্থাপক, অধিকর্তা এবং হুকুমদাতা তিনিই। তিনি এক ও অংশীবিহীন। يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ তিনি যার প্রতি ইচ্ছা তার রিয়ক বর্ধিত করেন অথবা সংকুচিত করেন। তাঁর কোন কাজ হিকমাতশূন্য নয়। কোন অবস্থায়ই তিনি কারও উপর যুল্মকারী নন। তার প্রশস্ত জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টজীবকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে।

১৩। তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে আর যা আমি অহী করেছিলাম তোমাদের এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে মতভেদ করনা। তুমি মুশরিকদেরকে যার প্রতি আহ্বান করছ তা তাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তার অভিমুখী হয় তাকে দীনের দিকে পরিচালিত করেন।

১৩. شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ

১৪। তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর শুধুমাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষ বশতঃ তারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়। এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে তোমার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের বিষয়ে ফাইসালা হয়ে যেত। তাদের পর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে তারা কুরআন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে।

۱۴. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّفُضِيَٰ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ

সব নাবীগণের (আঃ) ধর্মই ছিল একই ধর্ম

আল্লাহ তা'আলা এই উম্মাতের উপর যে নি'আমাত দান করেছেন, এখানে মহান আল্লাহ তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। মহান আল্লাহ বলেন :

আল্লাহ শَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ তোমাদের জন্য যে দীন ও শারীয়াত নির্ধারণ করেছেন তা ওটাই যা আদমের (আঃ) পরে দুনিয়ার সর্বপ্রথম রাসূল নূহ (আঃ) এবং সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদের মধ্যবর্তী স্থির প্রতিজ্ঞ নাবীগণের (আঃ) ছিল। এখানে যে পাঁচজন নাবীর (আঃ) নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদেরই নাম উল্লেখ করা হয়েছে সূরা আহযাবেও। সেখানে রয়েছে :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

স্মরণ কর, যখন আমি নাবীগণের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমার নিকট হতেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা, মারইয়াম তনয় ঈসার নিকট হতে, তাদের নিকট হতে গ্রহণ করেছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার। (সূরা আহযাব, ৩৩ :

৭) ঐ দীন, যা সমস্ত নাবীর মধ্যে মিলিতভাবে ছিল তা হল শরীকবিহীন এক আল্লাহর ইবাদাত। যেমন মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيْهِ إِلَيْهِ أَنْهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنَا فَاعْبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি 'না ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই অহী ব্যতীত। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আশিয়া, ২১ : ২৫) হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমরা নাবীগণ পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মত। আমাদের সবারই একই দীন। (ফাতহুল বারী ৬/৫৫০) যেমন বৈমাত্রেয় ভাইদের পিতা একজনই। মোট কথা, শারীয়াতের আহকামে যদিও আংশিক পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু মৌলিক নীতি হিসাবে দীন একই। আর তা হল মহামহিমাবিত আল্লাহর একাত্ববাদ। মহান আল্লাহ বলেন :

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

তোমাদের প্রত্যেকের (সম্প্রদায়) জন্য আমি নির্দিষ্ট শারীয়াত এবং নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছিলাম। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৪৮) এখানে এই অহীর ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া হয়েছে :

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ তাওহীদের এই ডাক মুশরিকদের নিকট অপছন্দনীয়। সত্য কথা এই যে, হিদায়াত আল্লাহর হাতে। যে হিদায়াত লাভের যোগ্য হয় সে তার রবের দিকে ফিরে যায় এবং মহান আল্লাহ তার হাত ধরে তাকে হিদায়াতের পথে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেন। পক্ষান্তরে যে নিজেই মন্দ পথ অবলম্বন করে এবং সঠিক ও সরল পথকে ছেড়ে দেয়, আল্লাহও তখন তার ভাগ্যে পথভ্রষ্টতা লিখে দেন।

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ যখন তার কাছে সত্য এসে যায় এবং আল্লাহর বাক্য অবধারিত হয়ে যায় তখন পারস্পরিক হঠকারিতার ভিত্তিতে

পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى هে নাবী! যদি এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে তোমার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত তাহলে তাদের বিষয়ে এখনই ফাইসালা হয়ে যেত এবং তাদের উপর এই দুনিয়ায়ই শাস্তি আপতিত হত। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِنَّ الَّذِينَ أَوْرَثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٌ তাদের পর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে তারা কুরআন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে। তারা তাদের পূর্ববর্তীদের অন্ধ অনুসারী। দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে তাদের ঈমান নেই। বরং তারা অন্ধভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করেছে যারা সত্যের প্রতি অবিশ্বাসী ছিল।

১৫। সুতরাং তুমি ওর দিকে আহ্বান কর এবং ওতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছ এবং তাদের খেলাল খুশীর অনুসরণ করনা। বল : আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে বিশ্বাস করি এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে। আল্লাহই আমাদের রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব। আমাদের কাজ আমাদের এবং তোমাদের কাজ তোমাদের। আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে বিবাদ নেই। আল্লাহই আমাদেরকে একত্রিত করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট।

١٥. فَلِذَلِكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ
كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ
لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا
وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ
أَعْمَلُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمُ ۖ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا
وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

কুরআনুল হাকীমের এই আয়াতের মধ্যে দশটি স্বতন্ত্র কালেমা রয়েছে যেগুলির প্রত্যেকটির হুকুম পৃথক পৃথক। আয়াতুল কুরসী ছাড়া এ ধরনের আয়াত কুরআনুল হাকীমের মধ্যে আর পাওয়া যায়না। প্রথম হুকুম হচ্ছে :

فَإِذْ هَبْ هَ نَابِي! তোমার উপর অহী অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং অনুরূপ অহী তোমার পূর্ববর্তী নাবীগণের (আঃ) উপরও হত। তোমার জন্য যে শারীয়াত নির্ধারণ করা হয়েছে, তুমি সমস্ত মানুষকে ওরই দাওয়াত দাও। প্রত্যেককে ওরই দিকে আহ্বান কর এবং ওকে মানার এবং ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টায় লেগে থাক।

وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ দ্বিতীয় হুকুম হচ্ছে : আল্লাহ তাআলার ইবাদাত ও একাত্মবাদের উপর তুমি নিজে প্রতিষ্ঠিত থাক এবং তোমার অনুসারীদেরকে ওর উপর প্রতিষ্ঠিত রেখ।

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ তৃতীয় হুকুম হচ্ছে : মুশরিকরা যে মতভেদ সৃষ্টি করে রেখেছে, মিথ্যারোপ ও অবিশ্বাস করা যে তাদের অভ্যাস, গাইরুল্লাহর ইবাদাত করাই যে তাদের নীতি, সাবধান! কখনও তোমরা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করনা এবং তাদের একটা কথাও স্বীকার করনা।

وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ চতুর্থ হুকুম হচ্ছে : প্রকাশ্যভাবে তোমার এই আকীদাহর কথা প্রচার করতে থাক। তা এই যে, তুমি বলে দাও : আল্লাহ যেসব কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, সবগুলির উপরই আমি ঈমান রাখি। আমার এই কাজ নয় যে, কোনটি মানব এবং কোনটি মানবনা, একটিকে গ্রহণ করব ও অপরটিকে ছেড়ে দিব।

وَأْمُرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ পঞ্চম হুকুম হচ্ছে : তুমি বলে দাও, আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে।

اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ষষ্ঠ হুকুম হচ্ছে : তুমি বল, সত্য মা'বুদ একমাত্র আল্লাহ। তিনি আমাদের রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব। তিনি সবারই পালনকর্তা ও আহরদাতা। আমরা খুশি মনে তাঁকে এবং তাঁর গুণাবলীকে স্বীকার করছি। খুশি মনে কেহ কেহ তাঁর দিকে ঝুঁকে না পড়লেও প্রকৃতপক্ষে সবকিছুই তাঁর সামনে ঝুঁকে রয়েছে এবং সাজদাহয় পড়ে আছে।

لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سপ্তম হুকুম হচ্ছে, তুমি বলে দাও : আমাদের আমল আমাদের সাথে এবং তোমাদের আমল তোমাদের সাথে। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনই সম্পর্ক নেই। যেমন অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন :
 وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ

আর (এতদসত্ত্বেও) যদি তারা তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে থাকে তাহলে তুমি বলে দাও : আমার কর্মফল আমি পাব, আর তোমাদের কর্মফল তোমরা পাবে। তোমরা আমার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নও, আর আমিও তোমাদের কর্মের জন্য দায়ী নই। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৪১)

لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ অষ্টম হুকুম হচ্ছে, তুমি বলে দাও : আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন বাগড়া-বিবাদ নেই, নেই কোন তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন। সুদী (রহঃ) বলেন যে, এ হুকুম মাক্কায় ছিল। মাদীনায়ে আগমনের পর জিহাদের হুকুম নাযিল হয়। খুব সম্ভব এটাই ঠিক। কেননা এটা মাক্কী আয়াত; আর জিহাদের আয়াতগুলি (২২ : ৩৯-৪০) অবতীর্ণ হয় মাদীনায়ে হিজরাতের পর।

لِلَّهِ يَجْمَعُ بَيْنَنَا نবম হুকুম হচ্ছে, বলে দাও : কিয়ামাতের দিন আল্লাহ সকলকেই একত্রিত করবেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ

বল : আমাদের রাব্ব আমাদেরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফাইসালা করে দিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ফাইসালাকারী, সর্বজ্ঞ। (সূরা সাবা, ৩৪ : ২৬)

وَالِيهِ الْمَصِيرُ দশম হুকুম হচ্ছে, বল : কিয়ামাত দিবসে প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট।

১৬। আল্লাহকে স্বীকার করার পর যারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের যুক্তি-তর্ক তাদের রবের দৃষ্টিতে অসার

۱۶. وَالَّذِينَ تَحْجُوتُ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُمْ حُجَّتُهُمْ

<p>এবং তারা তাঁর ক্রোধের পাত্র এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।</p>	<p>دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ</p>
<p>১৭। আল্লাহই অবতীর্ণ করেছেন সত্যসহ কিতাব এবং তুলাদণ্ড। তুমি কি জান, সম্ভবতঃ কিয়ামাত আসন্ন?</p>	<p>۱۷. اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ۖ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ</p>
<p>১৮। যারা এটা বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা বিশ্বাসী তারা ওকে ভয় করে এবং জানে যে, ওটা সত্য; জেনে রেখ, কিয়ামাত সম্পর্কে যারা বাক-বিতণ্ডা করে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।</p>	<p>۱۸. يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۖ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارِقُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ</p>

ধর্মীয় ব্যাপারে বিতর্ককারীকে সাবধান করা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা ঐ আল্লাহ তা'আলা ঐ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন যারা মু'মিনদের সাথে বাজে যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হয়, তাদেরকে হিদায়াত হতে বিভ্রান্ত করার ইচ্ছা করে এবং আল্লাহর দীনে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। তাদের যুক্তি-তর্ক মিথ্যা ও অসার। তারা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের পাত্র।

حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

কিয়ামাতের দিন তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : ইসলামে প্রবেশের পর তারা (মুশরিক/কাফিরেরা) তাদের সাথে তর্ক করতে থাকবে যে, কেন তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ অবলম্বন করছে। তারা তাদেরকে হিদায়াতের পথে চলতে বাধা দিবে এবং এই আশা করবে যে, তারা যেন আবার জাহিলিয়াতের পথ অবলম্বন করে। (তাবারী ২১/৫১৮, ৫১৯) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : তারা হল ইয়াহুদী ও খৃষ্টান যারা তাদেরকে বলে : আমাদের ধর্ম তোমাদের ধর্ম থেকে উত্তম এবং আমাদের নাবী তোমাদের নাবীর পূর্বে আগমন করেছেন, তোমাদের চেয়ে আমরা আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় এবং তাঁর নিকটবর্তী। (তাবারী ২১/৫১৯) আসলে এগুলি তাদের বানানো ও মিথ্যা কথন। আল্লাহ সুবহানাহ বলেন :

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ
সত্যসহ কিতাব। অর্থাৎ তাঁর নিকট হতে তাঁর নাবীগণের উপর অবতারিত কিতাবসমূহ। আর তিনি অবতীর্ণ করেছেন তুলাদণ্ড। মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : তা হল আদল ও ইনসাফ। (তাবারী ২১/৫২০) আল্লাহ তা‘আলার এই উক্তিটি তাঁর নিম্নের উক্তির মত :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায্য নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২৫) অন্যত্র আছে :

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. وَأَقِيمُوا
الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড যাতে তোমরা ভারসাম্য লংঘন না কর। ওয়নের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং মিয়ানে কম করনা। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ : ৭-৯) এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন :

تُؤْمِنُ بِمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ তুমি কি জান যে, কিয়ামাত খুবই আসন্ন? এতে ভয় ও লোভ উভয়ই রয়েছে। আর এর দ্বারা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত করাও উদ্দেশ্য। অতঃপর মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا যারা এটাকে (কিয়ামাতকে) বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায় এবং বলে যে, কিয়ামাত কেন আসেনা? তারা আরও বলে : যদি সত্যবাদী হও তাহলে কিয়ামাত সংঘটিত কর। কেননা তাদের মতে কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। অপর পক্ষে মু'মিনরা এ কথা শুনে কেঁপে ওঠে। কেননা তাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, বিচার দিবসের আগমন সুনিশ্চিত। তারা এই কিয়ামাতকে ভয় করে এমন আমল করতে থাকে যা তাদের ঐ দিন কাজে লাগবে।

মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পড়ে এরূপ একটি বিশুদ্ধ হাদীসে আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে বলে : হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! কিয়ামাত কখন হবে? এটা কোন এক ভ্রমনের সময়ের ঘটনা। লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে কিছু দূরে ছিল। তিনি উত্তরে বলেন : হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিয়ামাত অবশ্যই সংঘটিত হবে, তুমি এর জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে তাই বল? সে জবাব দিল : আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহব্বত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তুমি তাদের সঙ্গেই থাকবে যাদেরকে তুমি মহব্বত কর। (ফাতহুল বারী ১০/৫৭৩, মুসলিম ৪/২০৩৩) আর একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক ব্যক্তি তার সঙ্গেই থাকবে যাকে সে মহব্বত করে। (মুসলিম ৪/২০৩৪) এ হাদীসটি অবশ্যই মুতাওয়াতির। মোট কথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ লোকটির প্রশ্নের জবাবে কিয়ামাতের সময় নির্দিষ্ট করে বলেননি, বরং তাকে কিয়ামাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেন। সুতরাং কিয়ামাতের সময়ের জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ কিয়ামাত সম্পর্কে যারা বাক-বিতণ্ডা করে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামাতের ব্যাপারে যে ব্যক্তি তর্ক-বিতর্ক করে, ওকে অস্বীকার করে এবং ওটা সংঘটিত

হওয়াকে অসম্ভব বলে বিশ্বাস রাখে সে নিরেট মূর্খ। এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার যে, তারা যমীন ও আসমানের প্রথম সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করছে, অথচ মানুষের মৃত্যুর পর তাদেরকে পুনরায় যে তিনি জীবন দান করতে সক্ষম এটা স্বীকার করছেন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রুম, ৩০ : ২৭)

<p>১৯। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু। তিনি যাকে ইচ্ছা রিয়ক দান করেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী।</p>	<p>১৯. اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ</p>
<p>২০। যে কেহ আখিরাতের প্রতিদান কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল বর্ধিত করে দিই এবং যে দুনিয়ার প্রতিদান কামনা করে আমি তাকে ওরই কিছু দিই। কিন্তু আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবেনা।</p>	<p>২০. مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ</p>
<p>২১। তাদের কি এমন কতকগুলি দেবতা আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দীনের যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? ফাইসালার ঘোষণা না থাকলে, তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত।</p>	<p>২১. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ</p>

<p>নিশ্চয়ই যালিমদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।</p>	<p>لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ</p>
<p>২২। তুমি যালিমদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত দেখবে তাদের কৃতকর্মের জন্য; আর এটাই আপত্তিত হবে তাদের উপর। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তারা থাকবে জান্নাতের মনোরম স্থানে। তারা যা কিছু চাবে তাদের রবের নিকট তাই পাবে। এটাইতো মহা অনুগ্রহ।</p>	<p>২২. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتٍ الْجَنَّاتِ هُمْ مَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ</p>

দুনিয়ায় এবং আখিরাতে আহরদাতা একমাত্র আল্লাহ

আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, তিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি বড়ই দয়ালু। তিনি একজনকে অপরজনের মাধ্যমে রিয়ক পৌঁছিয়ে থাকেন। একজনও এমন নেই যাকে তিনি ভুলে যান। সৎ ও অসৎ সবাই তাঁর নিকট হতে আহর পেয়ে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয়ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে, আর তিনি প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প অবস্থানের স্থানকে জানেন, সবই কিতাবে মুবীনে (লাউহে মাহফুযে) রয়েছে। (সূরা ইউনুস, ১১ : ৬) এ বিষয়ে অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে।

يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ তিনি যার জন্য ইচ্ছা করেন প্রশস্ত ও অপরিমিত জীবিকা নির্ধারণ করে থাকেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী। কেহই তাঁর উপর বিজয়ী হতে পারেনা। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ যে কেহ আখিরাতের আমলের প্রতি মনোযোগী হয়, আমি স্বয়ং তাকে সাহায্য করি এবং তাকে শক্তি সামর্থ্য দান করি। তার সাওয়াব আমি বৃদ্ধি করতে থাকি। কারও সাওয়াব দশগুণ, কারও সাতশ' গুণ এবং কারও আরও বেশি বৃদ্ধি করে দিই। মোট কথা, আখিরাতের চাহিদা যার অন্তরে থাকে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাকে ভাল কাজ করার তাওফীক দান করা হয়।

وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ পক্ষান্তরে, যার সমুদয় চেষ্টা দুনিয়া লাভের জন্য হয় এবং আখিরাতের প্রতি যে মোটেই মনোযোগ দেয়না, সে উভয় জগতেই আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাকে দুনিয়ায় প্রদান করবেন, আর ইচ্ছা না করলে দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও প্রদান করবেননা। খুব সম্ভব যে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে দুনিয়া লাভে বঞ্চিত হবে। মন্দ নিয়াজের কারণে পরকালতো পূর্বেই নষ্ট হয়ে গেছে, এখন দুনিয়াও সে লাভ করতে পারলনা। সুতরাং উভয় জগতকেই সে নষ্ট করে দিল। আর যদি দুনিয়ার সুখ কিছু ভোগও করে তাতেই বা কি হল? অন্য জায়গায় যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَذْحُورًا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. كُلًّا نُمِدُّ هُنَا وَهُنَا وَمِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا

কেহ পার্থিব সুখ সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্ত্বর দিয়ে থাকি; পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও

অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত অবস্থায়। যারা বিশ্বাসী হয়ে পরকাল কামনা করে এবং ওর জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদের প্রচেষ্টাসমূহ আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে। তোমার রাক্ব তাঁর দান দ্বারা এদেরকে এবং ওদেরকে সাহায্য করেন এবং তোমার রবের দান অব্যাহত। লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। পরকালতো নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে শ্রেষ্ঠতর। (সূরা ইসরা, ১৭ : ১৮-২১)

উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : এই উম্মাতকে শ্রেষ্ঠত্ব, উচ্চতা, উচ্চ মর্যাদা, বিজয় এবং রাজত্বের সুসংবাদ দাও। কিন্তু তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে পরকালের কাজ করবে সে কিছুই লাভ করবেনা। (আহমাদ ৫/১৩৪)

আল্লাহর বিধানের বিপরীত আইন তৈরী করা শিরক

এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ

আল্লাহর দীনের অনুসরণ করেনা, বরং তারা জিন, শাইতান ও মানবদেরকে নিজেদের পূজনীয় হিসাবে মেনে নিয়েছে। ওরা যে আহকাম এদেরকে বাতলে দেয় এগুলোর সমষ্টিকেই এরা দীন মনে করে। ইবাদাতের জন্য তারা মিথ্যা মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে এবং তাদের নামকরণ করেছে বাহিরাহ, সাইবাহ, ওয়াসিলাহ, হাম ইত্যাদি। বিস্তারিতের জন্য (৫ : ১০৩) আয়াতের তাফসীর দেখুন। তারা ঐ সমস্ত পশুর মাংস ও রক্ত হালাল করেছে যেগুলি যবাহ করা ছাড়াই মারা গেছে। তারা মদ, জুয়াসহ নানাবিধ অবৈধ এবং ঘৃণিত কাজকেও বৈধ করেছে। জাহিলিয়াত যামানায় এভাবে তারা নিজেদের খেয়াল খুশি মত হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে নিয়েছিল। তারা মিথ্যা মা'বুদ বানিয়ে ওর ইবাদাত করত এবং দীনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা উদ্ভাবন করেছিল। একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমি আমার ইব্ন লুহাই ইব্ন কামআহকে দেখি যে, সে নিজের নাড়িভূড়ি নিয়ে জাহান্নামের মধ্যে টেনে হিঁচড়ে চলছে। (ফাতহুল বারী ৬/৬৩৩) সে ঐ ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম সাইবাহর নামে ইবাদাত করার প্রথা চালু করেছিল। সে ছিল খুযাআ' গোত্রের বাদশাহদের একজন। সে'ই সর্বপ্রথম এসব কাজের সূচনা করেছিল। সে'ই কুরাইশদেরকে মূর্তি পূজায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অভিসম্পাত নাযিল করুন! প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন :

وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي هَذِهِ السُّورَةِ فَافْهَمُوا وَاصْبِرُوا ۚ

বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা যদি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে থাকতেন যে, তিনি পাপীদেরকে কিয়ামাত পর্যন্ত অবকাশ দিবেন, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাদের প্রতি তাঁর শাস্তি আপতিত হত।

وَأَنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

নিশ্চয়ই এই যালিমদেরকে কিয়ামাতের দিন কঠিন ও বেদনাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে।

সমবেত স্থানে মূর্তি পূজকরা উপস্থিত হবে ত্রাসের সাথে

প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন :

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ وَقِعَ بِهِمْ

তুমি এই যালিমদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবে। আর এটাই তাদের উপর আপতিত হবে। সেদিন এমন কেহ থাকবেনা যে তাদেরকে এই শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারে।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ

পক্ষান্তরে, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তারা থাকবে জান্নাতের মনোরম স্থানে। পূর্বে এবং পরে যে দুই দলের বর্ণনা দেয়া হল তাদের একের সাথে অপরের কিভাবে তুলনা হতে পারে? যারা তাদের অন্যায় অপরাধের কারণে লাঞ্চিত ও অপমানিত হয়ে কিয়ামাত দিবসে ভীতি-বিহ্বল অবস্থায় উপস্থিত হবে তাদের সাথে কি আল্লাহ তা‘আলার আশীর্বাদপুষ্ট ঐ বান্দাদের তুলনা হতে পারে যাদেরকে জান্নাতের সুশীতল বাগানে, বিভিন্ন স্বাদের খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, বিশাল অট্টালিকা, মনোহারিনী স্ত্রীসহ নানাবিধ জিনিস প্রদান করা হবে যা কোন চোখ কখনও দেখেনি, কোন কান কখনও শোনেনি এবং এ বিষয়ে কারও কোন চিন্তাও ঐ পর্যন্ত পৌঁছেনি? এরূপ লোকদের সাথে কিভাবে তুলনা হতে পারে? এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন : ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

এটাইতো মহা অনুগ্রহ। পূর্ণ সফলতা এটাই।

২৩। এই সুসংবাদই আল্লাহ
দেন তাঁর বান্দাদেরকে যারা

۲۳. ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ

<p>ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে। বল : আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাইনা। যে উত্তম কাজ করে আমি তার জন্য এতে কল্যাণ বর্ধিত করি। আল্লাহ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।</p>	<p>عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۖ وَمَن يَقْرِضْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ</p>
<p>২৪। তারা কি বলে যে, সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে? যদি তা'ই হত তাহলে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার হৃদয় মোহর করে দিতেন। আল্লাহ মিথ্যাকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্তরে যা আছে সেই বিষয়ে তিনি সবিশেষ অবহিত।</p>	<p>۲۴. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۖ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ</p>

মু'মিন ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরূপ রয়েছে জান্নাত

উপরের আয়াতগুলিতে মহান আল্লাহ জান্নাতের নি'আমাতরাশির বর্ণনা দেয়ার পর এখানে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের বলেন : আল্লাহ এই সু-সংবাদ তাঁর ঐ বান্দাদেরকে দেন যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে। অতঃপর তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ আর হে মুহাম্মাদ! এই কুরাইশ মুশরিকদেরকে বলে দাও : আমি এই দা'ওয়াতের কাজে এবং তোমাদের

মঙ্গল কামনার বিনিময়ে তোমাদের কাছে কিছুই চাইনা। আমি তোমাদের কাছে শুধু এটুকুই চাই যে, আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাকে আমার রবের বাণী জনগণের নিকট পৌঁছাতে দাও এবং আমাকে কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাক। এটুকু করলেই আমি খুশি হব।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করা হলে সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন : এর দ্বারা আলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়তা বুঝানো হয়েছে। তখন ইব্ন আব্বাস (রাঃ) তাঁকে বলেন, তুমি খুব তাড়াতাড়ি করেছ। জেনে রেখ যে, কুরাইশের যতগুলো গোত্র ছিল সবাই সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তাহলে ভাবার্থ হবে : তোমরা ঐ আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রেখ যা আমার ও তোমাদের মধ্যে রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৩২৬, আহমাদ ১/২২৯) মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا
এতে কল্যাণ বর্ধিত করি অর্থাৎ প্রতিদান ও পুরস্কার বৃদ্ধি করি। যেমন মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ অণু পরিমাণও অত্যাচার করেননা এবং যদি কেহ কোন সৎ কাজ করে তাহলে তিনি ওটা দ্বিগুণ করে দেন এবং স্বীয় পক্ষ হতে ওর মহান প্রতিদান প্রদান করেন। (সূরা নিসা, ৪ : ৪০) মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ
আল্লাহ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। তিনি সৎ কাজের মর্যাদা দিয়ে থাকেন এবং ওটা বৃদ্ধি করে দেন।

‘রাসূল (সাঃ) কুরআনের বাক্যকে পরিবর্তন করেছেন’

এ অভিযোগের জবাব

এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يَخْتُمْ عَلَى قَلْبِكَ
কি বলে যে, সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে? অর্থাৎ এই মূর্খ

কাফিরেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলত : তুমি এই কুরআন নিজেই রচনা করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিচ্ছ। মহান আল্লাহ তাদের এ কথার উত্তরে স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : এটা কখনও নয়। যদি তাই হত তাহলে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার হৃদয় মোহর করে দিতেন। যেমন মহা প্রতাপাধ্বিত আল্লাহ বলেন :

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ

সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত তাহলে আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম। এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নেই যে, তাকে রক্ষা করতে পারবে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ : ৪৪-৪৭) অর্থাৎ যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কালামের মধ্যে কিছু বৃদ্ধি করতেন তাহলে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রতিশোধ এমনভাবে গ্রহণ করতেন যে, কেহ তাঁকে রক্ষা করতে পারতনা।

এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্তরে যা আছে সেই বিষয়ে তিনি সর্বিশেষ অবহিত। অর্থাৎ তিনি নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অর্থাৎ দলীল প্রমাণ বর্ণনা করে এবং যুক্তি তর্ক পেশ করে তিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্তরে যা আছে সেই বিষয়ে তিনি সর্বিশেষ অবহিত। অর্থাৎ অন্তরের গোপন কথা তাঁর কাছে প্রকাশমান।

২৫। তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবাহ কবুল করেন এবং পাপ মোচন করেন এবং তোমরা যা কর তিনি তা জানেন।

۲۵. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

২৬। তিনি মু‘মিন ও সৎ কর্মশীলদের আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাদের প্রতি তার

۲۶. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا

<p>অনুগ্রহ বর্ধিত করেন; কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।</p>	<p>وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِّن فَضْلِهِ ؕ وَالْكَافِرُونَ هُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ</p>
<p>২৭। আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে জীবনোপকরণের প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করত; কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছা মত সঠিক পরিমাণেই দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সম্যক জানেন ও দেখেন।</p>	<p>২৭. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ؕ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ</p>
<p>২৮। তারা যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখনই তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর করুণা বিস্তার করেন। তিনিই অভিভাবক, প্রশংসাহ।</p>	<p>২৮. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِّن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ؕ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ</p>

আল্লাহ তা'আলা অনুশোচনা এবং তাওবাহ কবুল করেন

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ এবং দয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, বান্দা যত বড় পাপীই হোক না কেন, যখন সে তার অসৎ ও পাপ কাজ হতে বিরত থাকে এবং আন্তরিকতার সাথে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে ও বিশুদ্ধ অন্তরে তাওবাহ করে তখন তিনি স্বীয় দয়া ও করুণা দ্বারা তাকে ঢেকে নেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন ও স্বীয় অনুগ্রহে তার পাপ ক্ষমা করে দেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

এবং যে কেহ দুষ্কার্য করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় দেখতে পাবে। (সূরা নিসা, ৪ : ১১০) আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দার তাওবায় ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশি খুশি হন যার উষ্ট্রটি মরু প্রান্তরে হারিয়ে গেছে, যার উপর তার পানাহারের জিনিসও রয়েছে। লোকটি উষ্ট্রের খোঁজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে একটি গাছের নীচে বসে পড়ল এবং ওটি আর ফিরে পাবার এবং নিজের জীবনের আশাও ত্যাগ করল। উষ্ট্র হতে সে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়ল। এমতাবস্থায় হঠাৎ সে দেখে যে, উষ্ট্রটি তার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো এবং ওর লাগাম ধরে নিল। সে এত বেশি খুশি হল যে, আত্মভোলা হয়ে বলে ফেলল : হে আল্লাহ! আপনি আমার বান্দা এবং আমি আপনার রাক্ব। অত্যধিক খুশির কারণেই সে এরূপ ভুল করল। (মুসলিম ৪/২১০৪) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (মুসলিম ৪/২১০৩) মহান আল্লাহ বলেন :

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ তিনি হলেন ঐ সত্ত্বা যিনি পাপ মোচন করেন। অর্থাৎ তিনি ভবিষ্যতের জন্য তাওবাহ কবূল করেন এবং অতীতের পাপরাশি ক্ষমা করে দেন। এ আয়াত সম্পর্কে যুহরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেহ যখন মরুভূমিতে তার উটটি হারিয়ে ফেলে এবং এর ফলে তাকে মৃত্যুর আশংকায় পেয়ে বসে তখন উটটি ফিরে পেলে সে যতখানি আনন্দিত হয়, তার চেয়েও আল্লাহ সুবহানাহু আরও বেশি খুশি হন যখন তাঁর কোন বান্দা তাঁর কাছে ক্ষমা চায়। (আবদুর রায়যাক ৩/১৯১)

হাম্মান ইব্ন হারিস (রহঃ) বলেন, ইব্ন মাসউদকে (রাঃ) একবার ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যে কোন মহিলার সাথে অবৈধ মেলামেশা করেছে, অতঃপর তাকে বিয়ে করেছে। তিনি বললেন : এতে দোষের কিছু নেই। অতঃপর তিনি পাঠ করেন : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবাহ কবূল করেন এবং পাপ মোচন করেন। (তাবারী ২১/৫৩৩) আল্লাহ তা‘আলার উক্তি :

وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ তোমরা যা কর তা তিনি জানেন। অর্থাৎ তিনি তোমাদের কথা ও কাজ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তথাপি যে তার দিকে ঝুঁকে পড়ে তার

তাওবাহ তিনি কবুল করে থাকেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ তিনি মু'মিন ও সৎকর্মশীলদের আহ্বানে সাড়া দেন। অর্থাৎ তারা নিজেদের জন্য আহ্বান করুক অথবা তাদের সাথীদের অথবা আত্মীয় স্বজনদের জন্য প্রার্থনা করুক, তিনি তাদের প্রার্থনা কবুল করে থাকেন।

وَيَزِيدُهُمْ مِّن فَضْلِهِ এবং তাদের প্রতি তার অনুগ্রহ বর্ধিত করেন। অর্থাৎ তিনি তাদের প্রার্থনার জবাবে তারা যা চায় তা প্রদান করেন এবং এর চেয়েও আরও বেশি দান করেন। ইবরাহীম নাখঈ আল মুগনী (রহঃ) থেকে কাতাদাহ (রহঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে তারা তাদের ভাইদের জন্য সুপারিশ করে এবং وَيَزِيدُهُمْ مِّن فَضْلِهِ এর অর্থ করেছেন : তারা তাদের ভাইদের ভাইয়ের জন্যও সুপারিশ করে। (তাবারী ২১/৫৩৪)

وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ এবং পাপ মোচন করেন এবং তোমরা যা কর তিনি তা জানেন। মু'মিন ব্যক্তিদের ব্যাপারে সুখবর জানানোর পর এবার আল্লাহ সুবহানাহু মুশরিক এবং মূর্তি পূজক কাফিরদের কথা বর্ণনা করছেন যে, কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে দেয়া হবে বিরামহীন যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি, যে দিন সকলের আমলের হিসাব নেয়া হবে।

রিষক বর্ধিত না করার কারণ

এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করত। অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহ তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জীবনোপকরণ দান করলে তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে বসত এবং ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা প্রকাশ করতে শুরু করে দিত এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিশৃংখলা, অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টি করত। মহান আল্লাহর উক্তি :

وَلَكِنْ يُنْزَلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছামত

(জীবনোপকরণ) দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সম্যক জানেন ও দেখেন। অর্থাৎ তিনি বান্দাকে ঐ পরিমাণ রিয়ক দিয়ে থাকেন যা গ্রহণের যোগ্যতা তার মধ্যে রয়েছে। কে ধনী হওয়ার উপযুক্ত এবং কে দরিদ্র হওয়ার যোগ্য এ জ্ঞান তাঁরই আছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا তারা যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখনই তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর করুণা বিস্তার করেন। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ

যদিও তারা তাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে নিরাশ ছিল। (সূরা রুম, ৩০ : ৪৯) وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ মানুষ যখন রাহমাতের বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতে করতে শেষে নিরাশ হয়ে পড়ে এরূপ পূর্ণ প্রয়োজন এবং কঠিন বিপদের সময় আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাহমাতের বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন। ফলে তাদের নৈরাশ্য দূর হয়ে যায় এবং অনাবৃষ্টির বিপদ হতে তারা মুক্ত হয়। সাধারণভাবে আল্লাহর রাহমাত ছড়িয়ে পড়ে।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, একটি লোক উমার ইব্ন খাতাবকে (রাঃ) বলে : হে আমীরুল মু'মিনীন! বৃষ্টি-বর্ষণ বন্ধ হয়েছে এবং জনগণ নিরাশ হয়ে পড়েছে (এখন উপায় কি?) উত্তরে উমার (রাঃ) বললেন : যাও, ইনশাআল্লাহ বৃষ্টি অবশ্যই বর্ষিত হবে।

অতঃপর তিনি ... وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। (তাবারী ২১/৫৩৭) অর্থাৎ তিনি হলেন এমন সত্ত্বা যাঁর হাতে রয়েছে সবকিছুর কর্তৃত্ব। তাঁর সৃষ্টির কিভাবে উপকার হবে, কিভাবে তারা লাভবান হবে এসব কিছুর দেখভালকারী হলেন একমাত্র তিনি। পরকালের ভাল-মন্দের দিক নির্দেশনাও তিনিই দিয়ে থাকেন। তিনি যা করতে বলেন তার ফলাফল উত্তমই হয়ে থাকে। তাই সমস্ত প্রশংসার একমাত্র মালিক তিনিই বটে। মহান আল্লাহর উক্তি :

وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ তিনিই অভিভাবক, প্রশংসার্হ। অর্থাৎ সৃষ্ট জীবের ব্যবস্থাপনা তাঁরই হাতে। তাঁর সমুদয় কাজ প্রশংসার যোগ্য। মানুষের কিসে মঙ্গল আছে তা তিনি ভালই জানেন। তাঁর কাজ কল্যাণ ও উপকারশূন্য নয়।

<p>২৯। তাঁর অন্যতম নিদর্শন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যে সব জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলি। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই ওদেরকে সমবেত করতে সক্ষম।</p>	<p>২৯. وَمِنْ ءَايَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَتْ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ</p>
<p>৩০। তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তাতো তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন।</p>	<p>৩০. وَمَا أَصْبَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ</p>
<p>৩১। তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করতে পারবেনা এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই।</p>	<p>৩১. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ</p>

পৃথিবী ও বায়ুমন্ডলসমূহ সৃষ্টিতে রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَتْ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব, ক্ষমতা ও আধিপত্যের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনিই এবং এতদুভয়ের মধ্যে যত কিছু ছড়িয়ে রয়েছে সবই তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাদের আকৃতি, চেহারা, বর্ণ, ভাষা, তাদের প্রকৃতি, ধরণ, মেজাজ ইত্যাদিও বিভিন্ন ধরণের। মালাক/ফেরেশতা, মানব, দানব এবং বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী যেগুলো প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে

রয়েছে, কিয়ামাতের দিন তিনি এ সকলকে একই মাইদানে একত্রিত করবেন। ঐ দিন এক ঘোষক ঘোষণা দিবেন যার ধ্বনি সবাই শুনতে পাবে এবং সবাইকে জমায়েতের জায়গায় দেখতে পাওয়া যাবে। সেদিন তিনি তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফাইসালা করবেন।

পাপের কারণেই মানুষের জন্য দুর্ভোগ

মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ
তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তাতো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। তবে আল্লাহ এমন ক্ষমাশীল ও দয়ালু যে, তিনি তোমাদের বহু অপরাধ ক্ষমা করে দেন। যেমন বলা হয়েছে :

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ

আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠের কোন জীব জন্তুকেই রেহাই দিতেন। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ৪৫)

সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! মু’মিনের উপর যে কষ্ট ও বিপদ-আপদ আপতিত হয় ওর কারণে তার অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হয়, এমনকি একটি কাঁটা ফুটলেও (এর বিনিময়ে পাপ ক্ষমা করা হয়)। (আহমাদ ২/৩০৩)

মুআবিয়া ইব্ন আবি সুফিয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনি বলতে শুনেছেন : মু’মিনের প্রতি যে কষ্ট পতিত হয় সেই কারণে আল্লাহ তা‘আলা তার পাপ ক্ষমা করে দেন। (আহমাদ ৪/৯৮, মুসলিম ৬৫৬৭)

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : বান্দার পাপ যখন বেশি হয়ে যায় এবং ঐ পাপকে মিটিয়ে দেয়ার মত কোন জিনিস তার কাছে না থাকে তখন আল্লাহ তা‘আলা তাকে দুঃখ-কষ্টে ফেলে দেন এবং ওটাই তার পাপ ক্ষমার কারণ হয়ে যায়। (আহমাদ ৬/১৫৭)

৩২। তাঁর অন্যতম নিদর্শন
পর্বত সদৃশ সমুদ্রে চলমান

۳۲. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ

নৌযানসমূহ।	كَأَلَّا عَٰلَمٍ
৩৩। তিনি ইচ্ছা করলে বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন; ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হয়ে পড়বে সমুদ্র পৃষ্ঠে। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।	۳۳. اِنْ يَّشَآءُ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰٓى ظَهْرِهَاۙ اِنْ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ
৩৪। অথবা তিনি তাদের কৃতকর্মের জন্য সেইগুলিকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন এবং অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন।	۳۴. اَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ
৩৫। আর আমার নিদর্শন সম্পর্কে যারা বিতর্ক করে তারা যেন জানতে পারে যে, তাদের কোন নিষ্কৃতি নেই।	۳۵. وَيَعْلَمَ اَلَّذِيْنَ تَجْحَدُوْنَ فِىْ ءَاٰيٰتِنَا مَا هُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ

নৌযান তৈরীতেও রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় ক্ষমতার নিদর্শন স্বীয় মাখলূকের কাছে রাখছেন যে, তিনি সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন যাতে নৌযানসমূহ তাতে যখন-তখন চলাফিরা করতে পারে। সমুদ্রে বড় বড় নৌযানগুলিকে যমীনের বড় বড় পাহাড়ের মত দেখায়। মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), সুদী (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ২১/৫৪১)

۳۳. اِنْ يَّشَآءُ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰٓى ظَهْرِهَاۙ যে বায়ু নৌযানগুলিকে এদিক হতে ওদিকে নিয়ে যায় তা তাঁর অধিকারভুক্ত। তিনি ইচ্ছা করলে ঐ বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন, ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হয়ে পড়বে সমুদ্র পৃষ্ঠে। প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে যে দুঃখে ধৈর্যধারণ ও সুখে

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে অভ্যস্ত। সে এসব নিদর্শন দেখে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক ও অসীম ক্ষমতা ও আধিপত্য জানতে ও বুঝতে পারে।

أَوْ يُوقِنُ بِمَا كَسَبُوا মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ যেমন বায়ুকে স্তব্ধ করে দিয়ে নৌযানসমূহকে নিশ্চল করে দিতে পারেন, অনুরূপভাবে পর্বত সদৃশ নৌযানগুলিকে ক্ষণিকের মধ্যে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করলে নৌযানের আরোহীদের পাপের কারণে ঐগুলিকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন। وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ কিন্তু অনেককে তিনি ক্ষমা করে থাকেন।

أَوْ يُوقِنُ بِمَا كَسَبُوا যদি সমস্ত পাপের উপর তিনি পাকড়াও করতেন তাহলে নৌযানের সমস্ত আরোহীকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতেন। এর অর্থ হচ্ছে তিনি যদি চান তাহলে এমন প্রচন্ড ঝঞ্ঝা বায়ু প্রেরণ করতে পারেন যার ফলে নৌযানসমূহ তাদের গতিপথ পরিবর্তন করে অন্য দিকে চলতে বাধ্য হয়। তিনি তাদেরকে এদিক থেকে ওদিকে এবং ওদিক থেকে এদিকে নিয়ে যেতে পারেন। এতে তারা পথহারা হয়ে যাবে এবং কখনই তাদের কাণ্ঠখিত লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে সক্ষম হবেনা। এ ব্যাখ্যা থেকেও এই ধারণা পাওয়া যায় যে, তারা হবে ধ্বংসপ্রাপ্তদের শামিল। এ থেকে এ অর্থও বুঝা যায় যে, আল্লাহ যদি চান তাহলে তিনি বাতাসের গতি বন্ধ করে দিতে পারেন এবং এর ফলে নৌযানের চলাচলও স্থির হয়ে যাবে। আবার তিনি যদি বাতাসের গতির তীব্রতা বাড়িয়ে দেন তাহলে নৌযানগুলি তাদের গতিপথ হারিয়ে ফেলবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু মানুষের প্রতি আল্লাহর করুণার ফলে তিনি তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বাতাস প্রেরণ করেন, যেমন তিনি মানুষের যতটুকু দরকার ততটুকু পরিমাণ বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনি যদি অতি বৃষ্টি বর্ষণ করেন তাহলে মানুষের ঘর-বাড়ি, আবাস স্থল ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যাবে। আবার যদি কম বৃষ্টি বর্ষণ করেন তাহলে ক্ষেতের ফল-ফসল সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। এখানে মিসরের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহ্ সেখানে অন্য এলাকায় বর্ষিত বৃষ্টির পানি বহন করে আনার ব্যবস্থা করে মিসরবাসীর পানির প্রয়োজন মিটান। তিনি যদি মিসরেও বৃষ্টি বর্ষণ করাতেন তাহলে ওখানের ঘর-বাড়ি এবং উঁচু দেয়ালসমূহ ধ্বংসে যেত। এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন :

وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيصٍ যারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তারা আমার ক্ষমতার বাইরে

নয়। আমি যদি তাদেরকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করি তাহলে তাদের কোন নিষ্কৃতি নেই। সবাই আমার ক্ষমতা ও ইচ্ছার অধীনে রয়েছে।

<p>৩৬। বস্তুতঃ তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ। কিন্তু আল্লাহর নিকট যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী - তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে ও তাদের রবের উপর নির্ভর করে।</p>	<p>۳۶. فَمَا أُوتِيتُمْ مِّن شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَبْقٰى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ</p>
<p>৩৭। যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কাজ হতে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধাবিষ্ট হয়েও ক্ষমা করে দেয় -</p>	<p>۳۷. وَالَّذِينَ سَجَّتَبٰۤیُوْنَ كَبٰۤیْرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ</p>
<p>৩৮। যারা তাদের রবের আস্থানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কাজ সম্পাদন করে এবং তাদেরকে আমি যে রিয়ক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে -</p>	<p>۳۸. وَالَّذِينَ اٰسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰمَرُوْهُمْ بِشُرٰى بَيْنِهِمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ</p>
<p>৩৯। এবং যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে -</p>	<p>۳۹. وَالَّذِينَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْیُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ</p>

আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা পাবার ব্যাপারে যারা আশা রাখে

فَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়ার ধন-সম্পদের অসারতা, তুচ্ছতা এবং নশ্বরতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, এটা জমা করে কেহ যেন গর্বে ফুলে না উঠে। কেননা এটাতো ক্ষণস্থায়ী। বরং মানুষের উচিত আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখা এবং আখিরাতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। সৎ কাজ করে সাওয়াব সঞ্চয় করা এবং পাপ কাজ থেকে নিজকে বাঁচিয়ে রাখা। কেননা এটাই হচ্ছে চিরস্থায়ী। সুতরাং অস্থায়ীকে স্থায়ীর উপর এবং স্বল্পতাকে আধিক্যের উপর প্রাধান্য দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ অতঃপর মহান আল্লাহ এই সাওয়াব লাভ করার পস্থা বলে দিচ্ছেন যে, ঈমান দৃঢ় হতে হবে, যাতে পার্থিব সুখ-সম্ভোগকে পরিত্যাগ করার উপর ধৈর্যধারণ করা যেতে পারে। আল্লাহ তা‘আলার উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হতে হবে যাতে ধৈর্যধারণে তাঁর নিকট হতে সাহায্য লাভ করা যায় এবং তাঁর আহকাম পালন করা এবং অবাধ্যাচরণ হতে বিরত থাকা সহজ হয়।

وَالَّذِينَ يَحْتَبِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ আর যাতে বড় (কবীরাহ) পাপ ও নির্লজ্জতা পূর্ণ কাজ হতে দূরে থাকা যায়। এই বাক্যের তাফসীর সূরা আ‘রাফে (৭ : ৩৩) বর্ণিত হয়েছে।

وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ক্রোধকে সম্বরণ করতে হবে, যাতে ক্রোধের অবস্থায়ও সচ্চরিত্রতা এবং ক্ষমাপরায়ণতার অভ্যাস পরিত্যক্ত না হয়। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারও নিকট হতে কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে হ্যাঁ, আল্লাহর আহকামের বিরোধীতা হলে সেটা অন্য কথা। (ফাতহুল বারী ১০/৫৪১) মহান আল্লাহ বলেন :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ (মু‘মিনদের আরও বিশেষণ এই যে) তারা তাদের রবের আহ্বানে সাড়া দেয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে, সালাত কয়েম করে যা হল সবচেয়ে বড় ইবাদাত এবং নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে। মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

কাজ-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৫৯) এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল যে, তিনি যুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাহাবীগণের (রাঃ) সাথে পরামর্শ করতেন যাতে তাদের মন আনন্দিত হয়। এর ভিত্তিতেই আমীরুল মু‘মিনীন উমার (রাঃ) আহত হওয়ার পর মৃত্যুর সম্মুখীন হলে ছয়জন লোককে নির্ধারণ করেন, যেন তারা পরস্পর পরামর্শ করে তাঁর মৃত্যুর পরে কোন একজনকে খলীফা মনোনীত করেন। ঐ ছয় ব্যক্তি হলেন : উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ), তালহা (রাঃ), যুবাইর (রাঃ), সা‘দ (রাঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ)। সুতরাং তারা সর্বসম্মতিক্রমে উসমানকে (রাঃ) খলীফা মনোনীত করেন।

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ এরপর আল্লাহ তা‘আলা মু‘মিনদের আর একটি বিশেষণ বর্ণনা করছেন যে, তাঁরা যেমন আল্লাহর হক আদায় করেন, অনুরূপভাবে মানুষের হক আদায় করার ব্যাপারেও তাঁরা কার্পণ্য করেননা। তাদের সম্পদ হতে তারা দরিদ্র ও অভাবীদেরকেও কিছু প্রদান করেন এবং নিজেদের আপনজন থেকে সাহায্য করা শুরু করেন। অতঃপর তার চেয়ে দূরত্বের, অতঃপর আরও দূরত্বের লোকদের সাহায্য করেন।

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ যারা অন্যায়কারী তাদের বিরুদ্ধে তারা নিজেদের সামর্থ্য থাকলে প্রতিরোধ/প্রতিবাদ করেন। তাঁরা এমন দুর্বল ও কাপুরুষ নন যে, যালিমদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননা, বরং তাঁরা অত্যাচারিত হলে পুরাপুরি প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকেন। এভাবে তাঁরা অত্যাচারিতদেরকে অত্যাচারীদের অত্যাচার হতে রক্ষা করেন। এতদসত্ত্বেও কিন্তু অনেক সময় ক্ষমতা লাভের পরেও তারা ক্ষমা করে থাকেন। যেমন ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদেরকে বলেছিলেন :

لَا تَزِرْ بَعْلِيكُمْ أَيُّومَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ

আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। (সূরা ইউসুফ, ১২ : ৯২) অথচ তখন ইচ্ছা করলে ইউসুফকে (আঃ) কূপের ভিতর নিক্ষেপ করার জন্য তাঁর ভাইদের প্রতি তিনি প্রতিশোধ নিতে পারতেন। আর যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ আশিজন কাফিরকে ক্ষমা করে দেন যারা হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর সুযোগ খুঁজে চুপচাপ

মুসলিম সেনাবাহিনীতে ঢুকে পড়েছিল। যখন তাদেরকে ধোঁফতার করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করা হয় তখন তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে ছেড়ে দেন। আর যেমন তিনি গাওরাস ইবন হারিস নামক লোকটিকেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। সে ছিল ঐ ব্যক্তি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিদ্রিত অবস্থায় তাঁর তরবারীখানা হাতে উঠিয়ে নেয় এবং তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জেগে উঠেন এবং তরবারীখানা তার হাতে দেখে তাকে এক ধমক দেন। সাথে সাথে ঐ তরবারী তার হাত হতে পড়ে যায় এবং তিনি তা উঠিয়ে নেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে (রাঃ) ডেকে তাদেরকে এ দৃশ্য প্রদর্শন করেন এবং ঘটনাটিও বর্ণনা করেন। অতঃপর তাকে ক্ষমা করে ছেড়ে দেন।

৪০। মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ দ্বারা এবং যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে। আল্লাহ যালিমদের পছন্দ করেননা।

৪০. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا
فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى
اللَّهِ إِنَّهُ لَا تُحِبُّ الظَّالِمِينَ

৪১। তবে অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিবিধান করে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেনা।

৪১. وَلَمَنْ آتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ
فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّن سَبِيلٍ

৪২। শুধু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

৪২. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ
يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَئِكَ
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

৪৩। অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয় তাতো হবে দৃঢ় সম্পর্কেরই কাজ।

۴۳. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

অন্যায়কারীকে ক্ষমা করা অথবা সম-পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন : وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। যেমন অন্য জায়গায় বলেন :

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

তাহলে সে তোমাদের প্রতি যেক্ষপ অত্যাচার করবে তোমরাও তার প্রতি সেক্ষপ অত্যাচার কর। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৯৪)

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ

যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর তাহলে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। (সূরা নাহল, ১৬ : ১২৬) এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণ করা জাযিয়। কিন্তু ক্ষমা করে দেয়াই হচ্ছে ফাযীলাতের কাজ। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ

যখমেরও বিনিময়ে যখম রয়েছে; কিন্তু যে ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয়, তাহলে এটা তার জন্য (পাপের) কাফ্ফারা হয়ে যাবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৪৫) আর এখানে বলেন :

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে। হাদীসে আছে : ক্ষমা করে দেয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। (মুসলিম ৪/২০০১) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ তিনি যালিমদেরকে পছন্দ করেননা। অর্থাৎ প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে যে সীমালংঘন করে তাকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেননা। সে

আল্লাহর শত্রু। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিবিধান করে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেনা। এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ শুধু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে যারা মানুষের উপর যুলুম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়। সহীহ হাদীসে এসেছে যে, দুই গালিদাতা ব্যক্তির (পাপের) বোঝা প্রথম গালিদাতার উপর বর্তাবে যে পর্যন্ত না দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণে সীমালংঘন করে। (মুসলিম ৪/২০০০) প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন :

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ এরূপ অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণকারী ব্যক্তির জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন এরূপ ব্যক্তি কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে।

মুহাম্মাদ ইব্ন ওয়াসি (রহঃ) বলেন, একবার আমি মাক্কায় আসি এবং খন্দক বা পরিখার কাছে চেকপোস্টে আমাকে থ্রেফতার করা হয় এবং বসরার গর্ভনর মারওয়ান ইব্ন মাহলাবের নিকট পৌঁছে দেয়া হয়। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন : হে আবু আবদুল্লাহ! আপনি কি চান? আমি উত্তরে বললাম : আমি এই চাই যে, সম্ভব হলে আপনি বানু আদীর ভাইয়ের মত হয়ে যান। তিনি প্রশ্ন করলেন : বানু আদীর ভাই কে? আমি জবাব দিলাম : তিনি হলেন আলা ইব্ন যিয়াদ। তিনি তাঁর এক বন্ধুকে একবার কোন এক কাজে নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি তার কাছে এক পত্র লিখেন : হাম্দ ও সানার পর সমাচার এই যে, যদি সম্ভব হয় তাহলে তুমি তোমার কোমরকে (পাপের) বোঝা হতে শূন্য রাখবে, পাকস্থলীকে হারাম থেকে মুক্ত রাখবে এবং তোমার হাত যেন মুসলিমদের রক্ত ও সম্পদ দ্বারা অপবিত্র না হয়। যখন তুমি এরূপ কাজ করবে তখন তোমার উপর কোন পাপ থাকবেনা। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِنَّمَا السَّبِيلُ শুধু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে

বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। এ কথা শুনে মারওয়ান বলেন : আল্লাহ জানেন যে, তিনি সত্য বলেছেন এবং কল্যাণের কথাই জানিয়েছেন। আচ্ছা, এখন আপনি কি কামনা করেন? আমি উত্তরে বললাম : আমি চাই যে, আমাকে আমার বাড়ী পৌঁছে দেয়া হোক। তিনি তখন বললেন : আচ্ছা, ঠিক আছে। (ইব্ন আবী শাইবাহ ৭/২৪৫) যুলুম ও যালিম যে নিন্দনীয় এটা বর্ণনা করে এবং যুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দিয়ে এখন ক্ষমা করে দেয়ার ফাযীলাত বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়, ওঁটাতো হবে দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ। এর ফলে সে বড় পুরস্কার এবং পূর্ণ প্রতিদান লাভের যোগ্য হবে।

৪৪। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন অভিভাবক নেই। যালিমরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তুমি তাদেরকে বলতে শুনবে : প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি?

٤٤. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ ۖ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ

৪৫। তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তাদেরকে জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে। তারা অপমানে অবনত অবস্থায় অর্ধ নির্মালিত নেত্র তাকাচ্ছে। মু'মিনরা কিয়ামাত দিবসে বলবে : ক্ষতিগ্রস্ত তারা যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতি সাধন

٤٥. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَاتٍ مِّنَ الدُّلِّ يَنْظُرُونَ مِّن طَرْفٍ خَفِيٍّ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا

করেছে। জেনে রেখ, যালিমরা ভোগ করবে স্থায়ী শাস্তি।	أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ
৪৬। আল্লাহ ব্যতীত তাদেরকে সাহায্য করার জন্য তাদের কোন অভিভাবক থাকবেনা এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন গতি নেই।	٤٦. وَمَا كَانَتْ لَهُمْ مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ

কিয়ামাত দিবসে অন্যাযকারীদের অবস্থা

আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি যা চান তাই হয়। তাঁর ইচ্ছার উপর কেহ বাধা দিতে পারেনা এবং যা তিনি চান না তা হয়না। কেহ তাকে তা করাতে পারেনা। যাকে তিনি সুপথে পরিচালিত করেন তাকে কেহ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেহ সুপথে পরিচালিত করতে পারেনা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনও তার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবেনা। (সূরা কাহফ, ১৮ : ১৭)) মহান আল্লাহ বলেন :

যালিমরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তুমি তাদেরকে বলতে শুনবে : প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি? অর্থাৎ মুশরিকরা কিয়ামাতের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা করবে। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন :

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَفُفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتُنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. بَلْ بَدَأَ هُمْ مَّا كَانُوا مُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি অবলোকন করতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে। তখন তারা বলবে : হায়! কতই না ভাল হত আমরা যদি আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, আমরা সেখানে আমাদের রবের নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করতামনা এবং আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম! যে সত্য তারা পূর্বে গোপন করেছিল তা তখন তাদের নিকট সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়ে পড়বে, আর যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতেও দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তাই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আন'আম, ৬ : ২৭-২৮) ইরশাদ হচ্ছে :

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ

তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তাদেরকে জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে। অবাধ্যচরণের কারণে তারা অপমানে অবনত অবস্থায় অর্ধনিম্নীলিত নেত্রে তাকাতে থাকবে। কিন্তু যেটাকে তারা ভয় করবে ওটা থেকে তারা বাঁচতে পারবেনা। শুধু এটুকু নয়, বরং তাদের ধারণা ও কল্পনারও অধিক তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এটা হতে রক্ষা করুন। ঐ সময় মু'মিনরা বলবে :

إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ

পরিজনবর্গের ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতি সাধন করেছে। এখানে তারা নিজেরাও চিরস্থায়ী নি'আমাত হতে বঞ্চিত হয়েছে এবং নিজেদের পরিজনবর্গ ও আত্মীয় স্বজনকেও বঞ্চিত করেছে। আজ তারা পৃথক পৃথকভাবে চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। তারা সেই দিন আল্লাহর রাহমাত হতে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে যাবে। এমন কেহ থাকবেনা যে তাদেরকে এই আযাব হতে রক্ষা করতে পারে। কেহ তাদের শাস্তি হালকা করতেও পারবেনা। ঐ পথভ্রষ্টদের পরিত্রাণকারী সেই দিন আর কেহই থাকবেনা।

৪৭। তোমরা তোমাদের রবের আস্থানে সাড়া দাও সেই দিন আসার পূর্বে যা আল্লাহর বিধানে অপ্রতিরোদ্ধ, যেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল

٤٧. اَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ

أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن

<p>থাকবেনা এবং তোমাদের জন্য ওটা নিরোধ করার কেহ থাকবেনা।</p>	<p>اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلَجٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيرٍ</p>
<p>৪৮। তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমাকেতো আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। তোমার কাজতো শুধু প্রচার করে যাওয়া। আমি মানুষকে যখন অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে উৎফুল্ল হয় এবং যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের বিপদ আপদ ঘটে তখন মানুষ হয়ে যায় অকৃতজ্ঞ।</p>	<p>٤٨. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ۖ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ۖ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَفَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ</p>

আল্লাহর আনুগত্য করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান

এর আগে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন যে, কিয়ামাতের দিন ভীষণ
বিপজ্জনক ও ভয়াবহ ঘটনা ঘটবে, ওটা হবে কঠিন বিপদের দিন। এখানে
আল্লাহ তা'আলা ঐ দিনের ভয় প্রদর্শন করছেন এবং ওর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের
নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলছেন :

اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ
مَّلَجٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيرٍ আকস্মিকভাবে ঐ দিন এসে যাওয়ার পূর্বেই
আল্লাহর ফরমানের উপর পুরাপুরি আমল কর। যখন ঐ দিন এসে পড়বে তখন
তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল মিলবেনা। ওটা সংঘটিত হবে চোখের পলকের মধ্যে
এবং তোমরা এমন জায়গাও পাবেনা যেখানে গোপনে লুকিয়ে থাকবে যে, কেহ
তোমাদেরকে চিনতে পারবেনা।

يَقُولُ أَإِنسَنُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُكَلَا وَرَزَّ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ

সেদিন মানুষ বলবে : আজ পালানোর স্থান কোথায়? না, কোন আশ্রয়স্থল নেই। সেদিন ঠাই হবে তোমার রবের নিকট। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ১০-১২) এরপর পরাক্রমশালী আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا এই কাকির ও মুশরিকরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমাকেতো আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। তাদেরকে হিদায়াত দান করা তোমার দায়িত্ব নয়। তোমার কাজ শুধু তাদের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দেয়া। আমিই তাদের হিসাব গ্রহণ করব। এ দায়িত্ব আমার।

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ

তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৭২)

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

তোমার কর্তব্যতো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার। (সূরা রাদ, ১৩ : ৪০)

إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنَّا

মানুষের অবস্থা এই যে, আমি যখন তাদেরকে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে এতে উৎফুল্ল হয় এবং যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের বিপদ-আপদ ঘটে তখন মানুষ হয়ে যায় অকৃতজ্ঞ। ঐ সময় তারা পূর্বের নি‘আমাতকেও অস্বীকার করে এবং শুধু তখনকার বিপদের কথাই বারবার বলতে থাকে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদেরকে বলেছিলেন : হে নারীর দল! তোমরা (খুব বেশি বেশি) দান-খাইরাত কর, কেননা আমি তোমাদের অধিক সংখ্যককে জাহান্নামে দেখেছি। তখন একজন মহিলা বলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা কেন? উত্তরে তিনি বলেন : কারণ এই যে, তোমরা খুব বেশি অভিযোগ কর এবং স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। তোমাদের কারও প্রতি তার স্বামী যদি যুগ যুগ ধরে অনুগ্রহ করতে থাকে, অতঃপর একদিন যদি তার কমতি হয় তাহলে অবশ্যই সে তার স্বামীকে বলবে : তুমি কখনও আমার প্রতি অনুগ্রহ করনি। (মুসলিম

১/৮৬) অধিকাংশ নারীদেরই অবস্থা এটাই। তবে আল্লাহ যার প্রতি দয়া করেন এবং সৎকাজের তাওফীক প্রদান করেন এবং প্রকৃত ঈমানের অধিকারিণী বানিয়ে দেন তার কথা স্বতন্ত্র।

যে প্রকৃত মু'মিন হয় সে'ই শুধু সুখের সময় কৃতজ্ঞ ও দুঃখের সময় ধৈর্যধারণকারী হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : যদি সে সুখ ও আনন্দ লাভ করে তাহলে সে কৃতজ্ঞ হয়, আর এটাই হয় তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি তার উপর কষ্ট ও বিপদ-আপদ আপতিত হয় তখন সে ধৈর্যধারণ করে এবং ওটা হয় তার জন্য কল্যাণকর। আর এই বিশেষণ মু'মিন ছাড়া আর কারও মধ্যে থাকেনা। (মুসলিম ৪/২২৯৫)

৪৯। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তা'ই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।

٤٩. لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِۙ خَلَقَ مَا يَشَآءُۚ يَهْبُ
لِمَنْ يَشَآءُۚ اِنْتَا وَيَهْبُ لِمَنْ
يَشَآءُۚ اَلذُّكُوْرُ

৫০। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বক্ষ্যা। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

٥٠. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَاِنْتَا
وَجَعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَقِيْمًاۚ اِنَّهٗ
عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা এবং আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ। তিনি যা চান তা হয় এবং যা চাননা তা হয়না। তিনি যাকে ইচ্ছা দেন, যাকে ইচ্ছা দেননা। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা'ই সৃষ্টি করেন।

يَهْبُ لِمَنْ يَشَآءُ اِنَّا تُ তিনি যাকে ইচ্ছা শুধু কন্যা সন্তানই দান করেন।

وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ (বাগাবী ৪/১৩২) বাগাবী (রহঃ) বলেন : যেমন লূত (আঃ)। (বাগাবী ৪/১৩২) الذُّكُورَ আর যাকে চান তাকে শুধু পুত্র সন্তান দান করেন। বাগাবী (রহঃ) বলেন : যেমন ইবরাহীম (আঃ), যার কোন কন্যা সন্তান ছিলনা। (বাগাবী ৪/১৩২)

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا আবার যাকে ইচ্ছা তিনি পুত্র ও কন্যা উভয় সন্তানই দান করেন, যেমন মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম। (বাগাবী ৪/১৩২)

وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا আর তিনি যাকে ইচ্ছা সন্তানহীন করেন। বাগাবী (রহঃ) বলেন : যেমন ইয়াহুইয়া (আঃ) ও ঈসা (আঃ)। (বাগাবী ৪/১৩২) সুতরাং চারটি শ্রেণী হল : শুধু কন্যা সন্তানের অধিকারী, শুধু পুত্র সন্তানের অধিকারী, উভয় সন্তানেরই অধিকারী এবং সন্তানহীন।

إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ তিনি সর্বজ্ঞ, প্রত্যেক হকদার সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি ইচ্ছামত বিভিন্নতা ও তারতম্য রাখেন।

সুতরাং এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার ঐ ফরমানের মতই যা ঈসার (আঃ) ব্যাপারে রয়েছে। তিনি বলেন :

وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ

এটাকে যেন আমি লোকদের জন্য নিদর্শন করি। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ২১) অর্থাৎ এটাকে আমি আমার শক্তির প্রমাণ বানাতে চাই এবং দেখাতে চাই যে, আমি মানুষকে চার প্রকারে সৃষ্টি করেছি। আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করেছি শুধু মাটি দ্বারা, তাঁর পিতাও ছিলনা, মাতাও ছিলনা। হাওয়াকে (আঃ) সৃষ্টি করেছি শুধু পুরুষের মাধ্যমে। আর ঈসা (আঃ) ছাড়া অন্যান্য সমস্ত মানুষকে আমি সৃষ্টি করেছি পুরুষ ও নারীর মাধ্যমে এবং ঈসাকে (আঃ) সৃষ্টি করেছি পুরুষ ছাড়াই, শুধু নারীর মাধ্যমে। সুতরাং ঈসাকে (আঃ) সৃষ্টি করে মহাপ্রতাপাবিত ও মহান শক্তিশালী আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির এই চার প্রকার পূর্ণ করেছেন। ঐ স্থানটি ছিল মাতা-পিতা সম্পর্কে এবং এই স্থানটি হল সন্তানদের সম্পর্কে। ওটাও চার প্রকার এবং এটাও চার প্রকার। সুবহানাল্লাহ! এটাই হল আল্লাহ তা‘আলার জ্ঞান ও ক্ষমতার নিদর্শন।

<p>৫১। মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন অহীর মাধ্যম ছাড়া, অথবা পদার অন্তরাল ব্যতিত, অথবা এমন দূত প্রেরণ ছাড়া যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করে। তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।</p>	<p>৫১. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ</p>
<p>৫২। এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ; তুমিতো জানতেনা কিভাবে কি ও ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি একে করেছি আলো যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি; তুমিতো প্রদর্শন কর শুধু সরল পথ -</p>	<p>৫২. وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا أَلَكْتُبُ وَلَا الْإِيْمَنُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ</p>
<p>৫৩। সেই আল্লাহর পথ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক। জেনে রেখ, সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে।</p>	<p>৫৩. صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ.</p>

কিভাবে অহী অবতীর্ণ হত

অহীর স্থান, স্তর ও অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, ওটা কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে ঢেলে দেয়া হয়, যেটা আল্লাহর অহী হওয়া সম্পর্কে তাঁর মনে কোন সংশয় ও সন্দেহ থাকেনা। যেমন ইবন হিব্বানের (রহঃ) সহীহ গ্রন্থে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : রুহুল কুদুস (আঃ) আমার অন্তরে এটা ফুঁকে দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তিই মৃত্যুবরণ করেনা যে পর্যন্ত তার রিয়ক ও সময় পূর্ণ না হয়। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং উত্তমরূপে রুযী অনুসন্ধান কর। (মুসনাদ আশ শিহাব ২/১৮৫) মহান আল্লাহ বলেন :

اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ অথবা পর্দার অন্তরাল হতে তিনি কথা বলেন। যেমন তিনি মূসার (আঃ) সাথে কথা বলেছিলেন। মুসা (আঃ) আল্লাহর কথা শোনার পর আল্লাহ তা‘আলাকে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে সেই অনুমতি দেননি।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাবির ইবন আবদুল্লাহকে (রাঃ) বলেন : আল্লাহ পর্দার অন্তরাল ছাড়া কারও সাথে কথা বলেননি, কিন্তু তোমার পিতার সাথে তিনি সামনা সামনি হয়ে কথা বলেছেন। (তিরমিযী ৮/৩৬০) আবদুল্লাহ (রাঃ) উহুদের যুদ্ধে কাফিরদের হাতে শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, এটা ছিল আলামে বারযাখের কথা, আর এই আয়াতে যে কালামের কথা বলা হয়েছে তা হল ভূ-পৃষ্ঠের উপরের কালাম। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ অথবা এমন দূত প্রেরণ ছাড়া যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করে। যেমন জিবরাঈল (আঃ) কিংবা অন্য মালাক/ফেরেশতা নাবীগণের (আঃ) নিকট আসতেন।

إِنَّهُ عَلَيَّ حَكِيمٌ তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রুহ তথা আমার নির্দেশ। এখানে রুহ দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

مَا كُنْتَ تَذَرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَنْ

أَمَّا نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا আমি এই কুরআনকে অহীর মাধ্যমে তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। তুমিতো জানতে না কিতাব কি ও ঈমান কি! কিন্তু আমি এই কুরআনকে করেছি আলো যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاءً ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي
ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى

তুমি বল : এটা ঈমানদারদের জন্য হিদায়াত ও আরোগ্য, আর যারা ঈমানদার নয় তাদের কানে আছে বধিরতা এবং চোখে আছে অন্ধত্ব। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৪৪) এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

হে নাবী! তুমিতো প্রদর্শন
কর শুধু সরল পথ— সেই আল্লাহর পথ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু
আছে তার মালিক। রাব্ব তিনিই। সবকিছুর মধ্যে ব্যবস্থাপক ও হুকুমদাতা
তিনিই। কেহই তাঁর কোন হুকুম অমান্য করতে পারেনা।

الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ

সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তিনিই সব কাজের ফাইসালা করে থাকেন। তিনি পবিত্র ও মুক্ত ঐ সব দোষ হতে যা যালিমরা তাঁর উপর আরোপ করে। তিনি সমুচ্চ, সমুন্নত ও মহান।

সূরা শূরা -এর তাফসীর সমাপ্ত।